আলমডাঙ্গা মাধবপুরে বিদেশ ফেরত মোহরের আত্মহত্যা

আলমডাঙ্গা ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে কম্বোডিয়া ফেরত মোহর আলির (৩২) মৃত্যু হয়েছে।

জানা গেছে আলমডাঙ্গা উপজেলার মাধবপুর গ্রামের খবির উদ্দিনের ছেলে মোহর আলি এক বছর আগে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ভাগ্যের চাকা সচল করতে কম্বোডিয়ায় পাড়ি দেয়।

৮ মাস থাকার পরে তার পেটে আলসার ঘা ধরা পড়ে।পেটের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিকিৎসা নিতে গেলে তাকে মেডিকেল আনফিট দেখিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।গত চার মাস আগে বাড়ি এসে অর্থ শুন্য হয়ে হতাশ গ্রস্ত হয়ে পড়ে।

গতকাল শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া মাঝেরপাড়া শশুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে মাথা ঘুরে পড়ে যায়এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

গ্রামবাসীর অনেকের ধারণা মোহর আলি বিষপানে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।বিদেশ থেকে ফিরে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হওয়ায় সংসারে অশান্তি, পেটে আলসার ঘা জন্য শারিরীক কষ্টের কারনে মোহর আলি আত্মহত্যার করেছে বলে পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে।

এব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান বলেন কিছুটা সন্দেহের কারনে লাশ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আজ শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা হসপিটালের পাঠানো হবে।

বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকে

ফেরত দেয়া হলো মেহেরপুরের এক যুবককে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর ইকবাল হোসেন (৩৮) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে বিএসএফ। পরবর্তীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিজিবি জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর কাথুলী বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৩২/১৫-আর নিকট কুতুবপুর গ্রামের বাসিন্দা ইকবাল হোসেন ভৈরব নদীর শূন্য লাইন সাঁতরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। কিছু সময় পর তিনি ভারতের কুতুবপুর মাঠ এলাকায় ঘাস কাটছিলেন। এসময় ৫৬ ব্যাটালিয়নের বিএসএফ সদস্যরা তাকে আটক করে।

ঘটনার পরপরই বিজিবি’র কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার প্রতিপক্ষ রাউথবাড়ী কোম্পানি কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাগরিকটির সুস্থতা নিশ্চিত করেন এবং ফেরতের বিষয়ে আলোচনা করেন।

পরবর্তীতে আজ শুক্রবার ভোরে সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩-এস এলাকায় পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে আটক ইকবাল হোসেনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় বিজিবি’র কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে বিএসএফ। বিজিবি আরও জানায়, ফেরতপ্রাপ্ত ইকবাল হোসেনকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) জানায়, সীমান্ত এলাকায় মাদক ও অবৈধ মালামাল চোরাচালান প্রতিরোধে তাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

তুলে নিয়ে আসা মোটরসাইকেল ফেরত দিলেন চেয়ারম্যান মতিন

অবশেষে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত গাংনী উপজেলার গোপলনগর গ্রামের রাজার মোটরসাইকেল দিয়ে আসলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান মতিন।

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে গাংনী থানায় অনুষ্ঠিত শালিস বৈঠকের মাধ্যমে তুলে নিয়ে আসা মোটরসাইকেল ফেরৎ দেন তিনি।

থানায় শালিস বৈঠকে মধ্যস্থতা করেন গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ। এসময় গাংনী পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাসির উদ্দীনসহ বিভিন্ন স্তুরের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত বুধবার আহত রাজার বাবা গোপালনগর গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম তার ছেলেকে প্রাণ নাশের চেষ্টা ও মোটরস্ইাকেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ এনে শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, মেহেরপুর শহরের (জোছনা বেকারির মালিকের ছেলে) মফিজুলের ছেলে মিলনের নামে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন।

লিখিত অভিযোগে তিনি বলেন, গত ২২ আগষ্ট দুপুরের দিকে আমার ছেলে মোটরসাইকেল যোগে মেহেরপুর যাওয়ার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বনবিভাগ পাড়া এলাকায় পৌছানো মাত্র কুষ্টিয়াগামী প্রাইভেট কার যার নং ঢাকা মেট্রো-গ-২৮-৮৬৪৮ দ্রুত গতিতে এসে মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারে। এতে আমার ছেলের একটি পা ভেঙ্গে যায়। স্থানীয়রা রাজাকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।

এসময় সুযোগ বুঝে ইউপি চেয়ারম্যান মতিন ও তার সহযোগী মিলন উপস্থিত অন্যান্য লোকদের হুমকি দিয়ে মোটরসাইকেলটি নিয়ে চলে যায়।

পরে চেয়ারম্যান মতিনের সাথে যোগাযোগ করলে সে ২ লাখ টাকা না দিলে মোটরসাইকেল দেবেনা বলেও ঘোষণা দেন এই চেয়ারম্যান। এছাড়া বিভিন্ন লোকজন গাংনী থানায় পাঠিয়ে মন্ত্রীর ভয়ভীতি দেখিয়ে ২ লাখ টাকা নেবে বলেও হুমকি দিতে থাকে।

চেয়ারম্যান মতিনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর গাংনী থানা

পুলিশের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে উভয়পক্ষকে ডেকে নেন তদন্ত করার জন্য।

জানা গেছে, চেয়ারম্যান মতিন প্রায় অর্ধ শতাধিক লোক নিয়ে গাংনী থানায় হাজির হন। পরে উভয়পক্ষের সম্মতিতে শালিস বৈঠক করেন এসআই মাসুদ। শালিস বৈঠক শেষে চেয়ারম্যান মোটরসাইকেলটি থানায় নিয়ে গিয়ে ফেরত দেন।

গাংনী থানার এসআই মাসুদ জানান, উভয়পক্ষের সম্মতিতে গাংনী থানায় শালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় চেয়ারম্যান মতিন ও তার লোকজন এবং গাংনীর একজন পৌর কাউন্সিলরসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে চেয়ারম্যান মোটরসাইকেল তার পরিষদ থেকে এনে আহত রাজার পরিবারের কাছে তুলে দেন। পরে সমঝোতার মাধ্যমে বাদী রফিকুল আলম তার দেওয়া লিখিত আবেদন প্রত্যাহার করে নেন।

কার্পাসডাঙ্গায় কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ফেরত দিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন দুই ব্যবসায়ী

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে কাস্টম মোড় সড়কে পড়ে থাকা বেশকিছু টাকা মালিক দিনমজুরের হাতে তুলে দিলেন কাস্টম মোড়ের দুই ব্যবসায়ী। এতে করে বাজারে প্রশংসায় ভাসছেন ওই দুই ব্যবসায়ী।

শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে দিনমজুর উপজেলার সদাবরি গ্রামের মো. সাগরের হরিয়ে যাওয়া টাকা তার হাতে তুলে দেন শ্রমিক নেতা ও ব্যবসায়ী আব্দুল মতিন খশরু ও রফিকুল ইসলাম।

এর আগে সকালের দিকে কাস্টম মোড়ে একটি মানিব্যাগে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার টাকা কুড়িয়ে পান স্থানীয় দুই ব্যবসায়ী। শ্রমিক নেতা ও ব্যবসায়ী আব্দুল মতিন খশরু বলেন সকালের দিকে কাস্টম মোড়ে

চটকাতলায় বসেছিলাম, এ সময় রাস্তার উপরে একটি মানিব্যাগ দেখতে পাই।

পরে সেটি কুড়িয়ে দেখি মানিব্যাগের ভেতর প্রায় সাড়ে ৮ হাজার টাকা আছে। পরে উপযুক্ত প্রমাণ দিলে সদাবরি গ্রামের দিনমজুর সাগরের হাতে টাকাগুলো তুলে দিই।

সঠিক মালিকের হাতে টাকাগুলো তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে। এ বিষয়ে সাগর বলেন, প্রমাণ নিয়ে টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন মতিন ভাই। আমি তার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ যেন তার নেক হায়াত দেন।